অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

নং- আবেদন/ পে-কমিশন/০৩ তারিখঃ ১৫.১০.২০২৫

বরাবর,

চেয়ারম্যান
জাতীয় বেতন কমিশন, ২০২৫
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: **জাতীয় বেতন কমিশন, ২০২৫ এর বিবেচনার জন্য কয়েকটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন।**

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, অর্থ বিভাগের প্রশাসনের সহায়তায় বিগত ০৯.০৯.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে 'অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি' এর কার্য-নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে (**সংযুক্তি-১**)।

২। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য ব্যাপকভিত্তিক ও টেকসই বেতন কাঠামো প্রণয়নে বর্তমান সরকার কর্তৃক আপনার নেতৃত্বে 'জাতীয় বেতন কমিশন, ২০২৫' গঠিত হওয়ায় আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদেরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

৩। মাননীয় চেয়ারম্যান, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং উন্নয়ন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে একটি বাস্তবসম্মত বেতন কাঠামো প্রণয়নে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতামত গ্রহণে অনলাইন জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে বেতন কমিশন সরকারের নিকট একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়সংগত ও কার্যকরী বেতন কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে।

৪। মহোদয়, জাতীয় বেতন কমিশন, ২০২৫ কর্তৃক পরিচালিত জরিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে আমাদের সমিতির পক্ষ হতে বাস্তবসম্মত কয়েকটি প্রস্তাবনা আপনার সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নে উপস্থাপন করলাম:

ক) বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'সচিবালয় ভাতা' এবং 'রেশন সুবিধা' প্রবর্তন;

খ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর পূর্ববর্তী সময়ের ন্যায় টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, বিশেষ ইনক্রিমেন্টসহ অন্যান্য সুবিধাদি পুনর্বহাল অথবা ৪টি উচ্চতর গ্রেড প্রদান;

গ) বিদ্যমান বেতনস্কেলের অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম ব্যবহৃত গ্রেডসমূহ বাদ দিয়ে মোট গ্রেড সংখ্যা ১২ নির্ধারণপূর্বক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতনের অনুপাত ১:৬ নির্ধারণ;

ঘ) 'টিফিন ভাতা' ও 'যাতায়াত ভাতা' বৃদ্ধিসহ এ দু'টি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান বেতন কাঠামোর ১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

ঙ) বাস্তবতার নিরিখে 'শিক্ষা ভাতা' ও 'চিকিৎসা ভাতা' বৃদ্ধিকরণ;

চ) 'নববর্ষ ভাতা'-এর হার ৮০% এ উন্নীতকরণ; এবং

ছ) প্রতিবছর কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিনের 'শ্রান্তি বিনোদন ছুটি' ব্যবস্থাকরণ।

৫। উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ কিংবা উন্নত/উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি বিকল্প বেতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতাসমূহ আপনার সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য **সংযুক্তি-২** ও **সংযুক্তি-৩** এ উপস্থাপন করা হলো।

১৫/১০/২০২৫
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
সভাপতি
অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

১৫/১০/২৫
(মোঃ মনিরুল আলম)
সাধারণ সম্পাদক
অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
মোবাইল: ০১৭১৭-৫৫৯৫৯০
ইমেইল: milon2406@gmail.com

সংযুক্তি-২

অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

জাতীয় বেতন কমিশন, ২০২৫ এর বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা

ক্রমিক	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
ক)	বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য **'সচিবালয় ভাতা' এবং 'রেশন সুবিধা'** প্রবর্তন।	• বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে সচিবালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সচিবালয়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে সরকারের নীতি-নির্ধারণী, গোপনীয়, সংবেদনশীল বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়; • এ কার্যক্রমে প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণের দিক-নির্দেশনায় নন-ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে থাকেন; • বাংলাদেশ সচিবালয় নিয়োগ বিধিমালা (নন-ক্যাডার) অনুযায়ী নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অন্যান্য অধিদপ্তর/দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থেকে বেশি; • সচিবালয়ে নিয়োজিত জনবল সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনায় মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়; • কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্বে ভিন্নতা বিবেচনায় সরকারের বেশ কিছু দপ্তরে নিয়োজিত জনবলের জন্য এরূপ ভাতা প্রচলিত আছে। যেমন, মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে 'টিপটপ ভাতা', সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, বিজিবিসহ বিভিন্ন বাহিনী, দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োজিত জনবলের জন্য 'রেশন সুবিধা' ও 'ঝুঁকি ভাতা', জুডিসিয়ারী ক্যাডারভুক্তদের জন্য 'বিশেষ ভাতা' ইত্যাদি।
খ)	চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর পূর্ববর্তী সময়ের ন্যায় **টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, বিশেষ ইনক্রিমেন্টসহ অন্যান্য সুবিধাদি পুনর্বহাল অথবা ৪টি উচ্চতর গ্রেড** প্রদান।	• বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধঃস্তন অধিদপ্তর/দপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে পদোন্নতির ব্যবস্থা খুবই সীমিত; • পদোন্নতি প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয় বিধায় নিয়োজিত জনবলের একটি বড় অংশ পদোন্নতিজনিত কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হননা; • চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ জারির পূর্বে টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, বিশেষ ইনক্রিমেন্টসহ অন্যান্য সুবিধাদি চালু ছিল; • টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, বিশেষ ইনক্রিমেন্টসহ অন্যান্য সুবিধাদি বাতিলের ফলে বেতন সমতাজনিত শত শত আবেদন অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে। • চালুকৃত যে কোন সুবিধা বাতিল করা অমানবিক এবং বৈষম্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
গ)	বিদ্যমান বেতনস্কেলের অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম ব্যবহৃত গ্রেডসমূহ বাদ দিয়ে **মোট গ্রেড সংখ্যা ১২ নির্ধারণপূর্বক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতনের অনুপাত ১:৬ নির্ধারণ।**	• বেতন স্কেল, ১৯৭৩ এ গ্রেড সংখ্যা ছিল ১০টি; • বিদ্যমান বেতন কাঠামোতে বেশ কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম ব্যবহৃত গ্রেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; • কাজের ধরন ও প্রকৃতি একই হওয়া সত্বেও ভিন্ন ভিন্ন গ্রেডের জনবল নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং নিয়োজিত জনবলের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ আবশ্যক নয়। যেমন- অফিস সহায়ক, মেসেঞ্জার, দপ্তরী, প্লেন ফটোকপিয়ার ইত্যাদি পদসমূহকে একই গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একইভাবে, কম্পিউটার অপারেটর, সীটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি পদসমূহকে একই গ্রেডভুক্ত করা যেতে পারে; • এ কারণে পূর্বতন ৪র্থ শ্রেণির জন্য ২টি (১৯-২০ ও ১৭-১৮), ৩য় শ্রেণির জন্য ২টি (১৩-১৬ ও ১১-১২), ২য় শ্রেণির জন্য ১টি গ্রেড অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে; • ৬ষ্ঠ ও ৮ম গ্রেডের কোন বাস্তব ব্যবহার নেই। এ কারণে ৮ম-৯ম কে ১টি এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ কে ১টি গ্রেডে একীভূত করা যেতে পারে; • সর্বনিম্ন (২৫,০০০/- টাকা) ও সর্বোচ্চ (১,৫০,০০০/- টাকা) বেতনের অনুপাত ১:৬ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ঘ)	**'টিফিন ভাতা'** ও **'যাতায়াত ভাতা'** বৃদ্ধিসহ এ দু'টি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান বেতন কাঠামোর **১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণ।**	• বর্তমান বেতন কাঠামোর ১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীগণ টিফিন ভাতা ও যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হননা। আবার, তাঁরা দাপ্তরিক মাইক্রোবাস বা অন্য কোন পরিবহন সুবিধাও পান না; • বিদ্যমান টিফিন ভাতা (২০০/- টাকা)। অর্থাৎ প্রতিমাসে মোট কর্মদিবস ২২ দিন হিসেবে দৈনিক ৯.০৯ টাকা; • বিদ্যমান যাতায়াত ভাতা (৩০০/- টাকা)। অর্থাৎ প্রতিমাসে মোট কর্মদিবস ২২ দিন হিসেবে দৈনিক ১৩.৬৪ টাকা; • সার্বিকভাবে বর্তমান বেতন কাঠামোর ১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে 'টিফিন ভাতা' কমপক্ষে ৩,০০০/- টাকা ও 'যাতায়াত ভাতা' কমপক্ষে ৪,৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
ঙ)	বাস্তবতার নিরিখে **'শিক্ষা ভাতা' ও 'চিকিৎসা ভাতা'** বৃদ্ধিকরণ।	• শিক্ষা বাবদ ব্যয় মূলত ৪টি স্তরে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক) বিভক্ত; • একইভাবে চিকিৎসা বাবদ ব্যয় অনেকটাই বয়সের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে চিকিৎসাজনিত ব্যয় বেড়ে যায়; • এ কারণে প্রতি সন্তানের (অনধিক ২টি) জন্য স্তর অনুযায়ী শিক্ষা সহায়তা ভাতা যথাক্রমে ২,০০০/-, ৪,০০০/-, ৬,০০০/- ও ৮,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে; এবং • একইভাবে 'চিকিৎসা ভাতা' বাবদ প্রত্যেক কর্মচারীর বয়স অনুযায়ী ৪০ বছর পর্যন্ত কমপক্ষে ৫,০০০/- টাকা, ৪০ হতে ৫০ বছর পর্যন্ত কমপক্ষে ৭,০০০/- টাকা এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য কমপক্ষে ১০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
চ)	**'নববর্ষ ভাতা'**-এর হার ৮০% এ উন্নীতকরণ।	• প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ মূল বেতনের ১০০% হিসেবে ২টি উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন; • যে কোন উৎসবে পরিবারের ব্যয় বেড়ে যায়; • এ কারণে 'নববর্ষ ভাতা'-এর হার মূল বেতনের ৮০% নির্ধারণ করা যেতে পারে।
ছ)	প্রতিবছর কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিনের **'শ্রান্তি বিনোদন ছুটি'** ব্যবস্থাকরণ।	• প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ সারাবছর দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত থেকে নিজ নিজ মেধা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে জনসেবা করে থাকেন; • দীর্ঘসময় পরিশ্রমধর্মী কাজে নিয়োজিত থাকায় শারীরিকভাবে ক্লান্তি আসে, যা মানসিক অবসাদের সৃষ্টি করে। অপরদিকে, চিত্তবিনোদন শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর করে এবং কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে; • এ কারণে প্রতিবছর কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিনের 'শ্রান্তি বিনোদন ছুটি' ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।